দৈনিক জনকণ্ঠ

16

তারিখ ... JUL. 10 1999
পৃঃ ১ কলাম ৪

মাদ্রাসা শিক্ষা বৈষম্যের শিকার নয়, বরং চিত্রটি বিপরীত ॥ দ্বিগুণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে মাদ্রাসা ছাত্রের পিছনে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বৈষম্যের শিকার বলে যে অপপ্রচার চালানো হয় তার উল্টো চিত্র পাওয়া যায় সরকারী পরিসংখ্যানে। শিক্ষার্থীপিছু বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপিছু ব্যয় হিসাবে ধরলে বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষা খাতের তুলনায় মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করা হয়। একজন স্কুলছাত্রের পিছনে সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তার দ্বিগুণেরও বেশি ব্যয় করে একজন মাদ্রাসা ছাত্রের পিছনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপিছু সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রেও মাদ্রাসাগুলো এগিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে সরকারের ব্যয় প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার হাল-৩

খাতে সরকারী বরাদ্দ প্রায় এক শ কোটি টাকা বেড়েছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর হতে '৯৮-৯৯ অর্থবছর পর্যন্ত ৫ বছরে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৮০ কোটি ১২

(২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

মাদ্রাসা শিক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

লাখ ('৯৪-৯৫), ২০৪ কোটি ৪ লাখ ('৯৫-৯৬), ২০৬ কোটি ২ লাখ ('৯৬-৯৭), ২৬৮ কোটি ৫ লাখ ('৯৭-৯৮) এবং ২৯৫ কোটি টাকা ('৯৮-৯৯)। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নাটকীয় হারে মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি লক্ষ্যণীয়।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) হিসাব করে দেখিয়েছে সরকারী মাদ্রাসার একজন ছাত্রের পিছনে ব্যয়িত সরকারী অর্থের পরিমাণ সরকারী স্কুল বা কলেজছাত্রের তুলনায় দ্বিগুণ বা তিন গুণ বেশি।

সরকারী মাদ্রাসার একজন ছাত্রের পিছনে সরকার বছরে ব্যয় করে ৬ হাজারে ৯০০ টাকা। বিপরীতে সরকারী স্কুলের একজন ছাত্রের পিছনে ব্যয় হয় ২ হাজার ৮৪১ টাকা, সরকারী কলেজ ছাত্রের পিছনে ব্যয় হয় ৩ হাজার ৭৮৫ টাকা এবং সরকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ছাত্রের পিছনে ব্যয় হয় ৫ হাজার ৪৮৬ টাকা। স্পষ্টতই সরকারী মাদ্রসার শিক্ষার্থীদের পিছনে মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি।

কেবল সরকারী মদ্রাসা নয়, বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোতেও সরকার বেসরকারী স্কুলের তুলনায় মাথাপিছু বেশি অর্থ খরচ করছে। বেসরকারী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীপিছু বার্ষিক সরকারী ব্যয় হচ্ছে ৯৭৯ টাকা। বিপরীতে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মাথাপিছু সরকারী বরাদ্দ হচ্ছে ৬৯৮ টাকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপিছু ব্যয়ের হিসাবেও বেসরকারী মাদ্রাসাগুলো সরকারের কাছ থেকে বেশি অর্থ পাচ্ছে বেসরকারী স্কুল-কলেজের তুলনায়। যেমন ১৯৯৬-৯৭ সালে জাতীয় রাজস্ব বাজেটে বেসরকারী স্কুল-কলেজ মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ ছিল ৬৯০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৫ হাজার ৭৮৫টি বেসরকারী মদ্রাসা পেয়েছে ২২৭ কোটি টাকা এবং ১২ হাজার ৩৬৬টি বেসরকারী স্কুল-কলেজ পেয়েছে ৪৪২ কোটি টাকা। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি বেসরকারী মাদ্রাসা যেখানে গড়ে ৩ লাখ ৯২ হাজার টাকা পেয়েছে সেখানে বেসরকারী স্কুল-কলেজপিছু গড় বরাদ্দ ছিল ৩ লাখ ৫৭ হাজার টাকা।

ছাত্র-শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত বিচারেও মদ্রাসা শিক্ষা এগিয়ে আছে সাধারণ শিক্ষার তুলনায়। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১ : ৫০। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত হওয়া উচিত ১ : ৩৫। এবতেদায়ী মদ্রাসাগুলো এ টার্গেট থেকে অনেক এগিয়ে আছে। এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হচ্ছে ১ : ১৬। ব্যানবেইসের পরিসংখ্যান অনুযায়ী '৯৭ সালে সরকারী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ছিল ১ : ৩৩। বিপরীতে সরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১ : ২৬। একইভাবে বেসরকারী স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত যেখানে ১ : ৪০ সেখানে বেসরকারী মাদ্রাসায় এই অনুপাত হচ্ছে ১ : ২২। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত একটি তদন্ত কমিটি সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করে তাদের রিপোর্টে স্বীকার করে যে, 'মাদ্রাসাছাত্রদের জন্য সাধারণ শিক্ষার ছাত্রছাত্রীদের চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তবে মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় মাথাপিছু ব্যয় বেশি পড়ে যায়।'